5/29/22, 2:48 PM wFM9S4owBBoPAAAAABJRU5ErkJggg== (496×528)

ফের ঢাবি ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ- ছাত্রদল সংঘর্ষ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ একদিনের ব্যবধানে আবারও সংঘর্ষে জড়িয়েছেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাকর্মীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল সংলগ্ন দোয়েল চত্ত্বর থেকে হাইকোর্ট মোড় পর্যন্ত রাস্তায় ও হাইকোর্টের ভেতরে দুইপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ চলাকালে গুলিবর্ষণের ঘটনাও ঘটে। সংঘর্ষে ছাত্রদলের পাঁচজন গুরুতর আহত হলেও ৪৪ নেতাকর্মী আহত হয়েছে বলে দাবি করেছে ছাত্রদল। এদিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।

গত ২৪ মে ছাত্রদলের মিছিলে

ধাওয়া পাল্টাধাওয়া আহত ৫

ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ মিছিল বের করেন ছাত্রদলের

(১৫ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

… 1/1

ফের ঢাবি

(১৬-এর পৃষ্ঠার পর)

নেতাকর্মীরা। এদিকে সকাল ৯ টা থেকে ক্যাম্পাসের প্রতিটি প্রবেশপথে অবস্থান নেয় ছাত্রলীগ। বেলা ১২ টার দিকে ছাত্রদল মিছিল নিয়ে হাইকোর্ট মোড় হয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে চাইলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বাধা দেন। এ সময় ছাত্রদল নেতাকর্মীরা ছাত্রলীগকে ধাওয়া দিয়ে কিছু সামনে অগ্রসর হন। পরে ছাত্রলীগ পাল্টাধাওয়া দিতে থাকে।

ধাওয়া, পাল্টাধাওয়ার এক পর্যায়ে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। কিছু নেতাকর্মী হাইকোর্টের মাজার গেট হয়ে সুপ্রীমকোর্টে প্রবেশ করেন। তাদের ধাওয়া দিয়ে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরাও ভেতরে ঢুকে যান। সেখানে এক ছাত্রদল কর্মীকে বেধড়ক পিটিয়ে অজ্ঞান করে ফেলে রাখতে দেখা যায়। এক পর্যায়ে সাংবাদিক ও ছাত্রলীগের কয়েক কেন্দ্রীয় নেতার হস্তক্ষেপে পেটানো বন্ধ করেন ছাত্রলীগ কর্মীরা। পরে আহত ছাত্রদলের ওই কর্মীকে রিক্সায় তুলে দিয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ পাঠানো হয়।

সংঘর্ষ চলাকালে উভয়পক্ষের হাতেই ইট-পাটকেল, লাঠি, স্টীলের পাইপ, স্ট্যাম্প, হকিস্টিক, রড দেখা যায়। সংঘর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফ, জিয়া হলের সভাপতি তারেক হাসান মামুন, বিজয় একাত্তর হলের সহসভাপতি তানভীর আজাদী, ঢাকা কলেজের সভাপতি শাহীন, বাংলা কলেজের কর্মী কাইয়ুম, ঢাকা মহানগর (উত্তর) ছাত্রদলের কর্মী শাহাবুদ্দীন শিহাব, নাহিদ চৌধুরী, রিমু হোসেন, সদস্য নাছির উদ্দিন নাছিরসহ বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হন। তারা রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

হামলায় গুরুতর আহত শাহাবুদ্দিন শিহাব জানান, তারা মিছিল নিয়ে যাচ্ছিলেন। হাইকোর্ট মোড় পার হওয়ার সময় ছাত্রলীগের ১০০ থেকে ১৫০ নেতাকর্মী তাদের ওপর অতর্কিত হামলা করেন। হামলায় তিনি মাথায় আঘাত পান। মাথায় আঘাত পাওয়ার পর তিনি দৌড়ে হাইকোর্ট প্রাঙ্গণের ভেতরে ঢোকেন। এরপর তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যকার সংঘর্ষ